"মিষ্টি বাচ্চারা - সদ্গুরুর সহজ বশীকরণ মন্ত্র তোমরা পেয়েছো যে চুপ করে থেকে মামেকম্(একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো, এ'টাই হলো মায়াকে অধীনে করার মহামন্ত্র"

*প্রশ্নঃ - শিববাবাই হলেন সবচেয়ে ভোলাভালা গ্রাহক -- কিভাবে?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন -- বাচ্চারা তোমাদের কাছে দেহ-সহ যাকিছু পুরোনো আবর্জনা রয়েছে তা আমি নিয়ে নিই, সেও তখন যখন তোমরা মৃত্যুর কাছাকাছি থাকো। তোমাদের সাদা কাপড়ও হলো মৃত্যুরই নিদর্শন।তোমরা এখন বাবার উপর বলিপ্রদত্ত হয়ে যাও। বাবা পুনরায় ২১ জন্মের জন্য তোমাদের ঐশ্বর্যশালী করে দেন। ভক্তিমার্গেও বাবা সকলের মনোকামনা পূর্ণ করেন, জ্ঞানমার্গেও সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান প্রদান করে ত্রিকালদর্শী বানিয়ে দেন।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা ভোলানাথের সামনে বসে রয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলে -- এইরকম কোনো সরলমতি (স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ভোলা) মতদাতা আছে ! যে হাজার, দু-হাজারের জিনিস নিয়ে আমাদের প্রভূত ধনসম্পদ দিয়ে যাবে। হে ভগবান, আমাদের এ'রকম গ্রাহকের সাথে সাক্ষাৎ করাও। এখন ভোলানাথ বাবা এসে বাচ্চাদেরকে আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বুঝিয়ে ত্রিকালদর্শী তৈরী করছেন। আমার মতন গ্রাহক তোমরা কখনো পাবে কি ? তোমরা ওঁনাকে অর্পণ করো। ভক্তি মার্গে অনেক মহিমা করে থাকো। ভোলানাথের মহিমা হয়ে থাকে -- তুমি মাতা-পিতা.....। তিনি এসে রাজযোগ শেখান, রাজত্ব দেন। বাবাকে বলে -- এই যে পুরোনো আবর্জনা রয়েছে তা আমরা তোমার কাছে সমর্পণ করছি। তুমি আমাদের ২১ জন্মের জন্য ঐশ্বর্যশালী করে দাও। শেয়ার কেনাবেচার দালাল হয়, তাই না ! জুয়া খেলে, কমিশন নেয়। এও বলে দেহ-সহ তোমাদের যেসকল আবর্জনা রয়েছে সেসব নিয়ে নিই যখন তোমাদের মৃত্যু নিকটে আসে। এখানে তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমারীদের কাপড়ও সাদা হয়। যেন তোমরা মরেই পড়ে রয়েছো। মৃতদের উপরে সর্বদা সাদা চাদর দেওয়া হয়। কোনোপ্রকারের দাগ যেন না থাকে। এই সময় সকলেরই মায়ার কালো দাগ লেগে গেছে, একেই রাহুর গ্রহণ বলা হয়ে থাকে। চাঁদের উপরেও গ্রহণ লাগলে কালো হয়ে যায়, তাই না ! সেইজন্য এই মায়ার গ্রহনও সমগ্র বিশ্বকে কালো করে দেয়। এরমধ্যে তত্ব ইত্যাদি সবকিছুই চলে আসে।

বাবা বসে-বসে বুঝিয়ে থাকেন। এ হলো তোমাদের রাজযোগ। রাজযোগের দ্বারাই স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে। তোমরা রাজার-রাজা হয়ে যাও, নারায়ণী নেশা থাকে। নর থেকে নারায়ণ হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হয়ই সত্যযুগে। তাহলে অবশ্যই আমায় শেষেই আসতে হবে। এই সময় হলো ভক্তি মার্গের। ভক্তিমার্গে দুয়ারে দুয়ারে মাথা কুটতে, ধাক্কা খেতে থাকে। ভক্তদের রক্ষাকারী হলেন ভগবান, তিনি এসে ভক্তির ফল দিয়ে থাকেন। সকলেই হলো ভক্ত কিন্তু সকলেই একই রকমের ফল পায় না। কারোর সাক্ষাৎকার হয়, কারোর পুত্র প্রাপ্ত হয়, অল্পকালের জন্য। নানারকমের মনোকামনা পূর্ণ করে থাকি। দুনিয়ায় এ'কথা কারোর জানা নেই যে ভগবান এসেছেন রাজযোগ শেখাতে। মনে করে তিনি দ্বাপরে এসেছিলেন তখন রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। তাহলে ওখানে নর থেকে নারায়ণ কিভাবে হবে? এখনই বাবা তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজার-রাজা করে দেন। এখানে তো তোমাদের কেবল চুপ করে থাকতে হবে। এ'টাই হলো সদ্গুরুর সহজ বশীকরণ মন্ত্র। এই মন্ত্রতেই অনেক আমদানি হয়। এ হলো মায়াকে নিজের অধীনে করার মন্ত্র। মায়াজীত জগৎজীত। ভক্তি মার্গীয়দের হলো মন জয়ে জগৎজীত। এরজন্য তারা হঠযোগ ইত্যাদি করে থাকে। সেও জগৎজীত হওয়ার জন্য করে না। তারা তো মুক্তির জন্য করে থাকে। বাবা এসে বলেন -- বাচ্চারা দেহ-সহ সকল ধর্ম..... আমি অমুক ধর্মের, আমি অমুক। এইসব কথা ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করে মামেকম্(একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। ব্যস্, আমি যে মত দিয়ে থাকি সেই অনুসারে চলো। বাকি এখনো পর্যন্ত যে অনেক প্রকারের মতানুসারে চলে এসেছো সেই সকল মৎ-কে ত্যআগ করতে হবে। তাহলেই তোমাদের জ্ঞান একদম নতুন হয়ে গেছে। মনে করে এদের কথা তো নতুন ধরণের।

বাচ্চারা, তোমরা যখন কাউকে বোঝাও তখন প্রথমে তার নাড়ী দেখতে হবে। সকলের সামনে একইরকমের কথা বলা উচিত নয়। মানুষের হলো অনেক মৎ। তোমাদের হলো এক মৎ। কিন্তু নম্বরের ক্রমানুসার রয়েছে। যে ভালো যোগে

থাকে, ধারণ করে, সে অবশ্যই ভালোভাবে বোঝাবে। স্বল্প ধারণকারীরা কম বোঝাবে। যে কেউই হোক তাকে সিম্পল একটি কথাই বলো -- অবশ্যই গৃহস্থী জীবনে থাকো, পদ্মফুলের মতন। তোমরা জানো যে পদ্মফুলের সন্তানাদি অনেক হয় আর উদাহরণও তারই দেওয়া হয়ে থাকে। বাবারও সন্তানাদি প্রচুর। পদ্মফুল স্বয়ং জলের উপরে থাকে, বাকি বাচ্চারা(বাকি সবকিছু) থাকে নীচে। এই উদাহরণ ভালো। বাবা বলেন গৃহস্থী জীবনে থাকো কিন্তু পবিত্র থাকো। এই কথা তো গেল পবিত্রতার উপর। সেও এই অন্তিম জীবনের জন্য পবিত্র থেকে মামেকম্ স্মরণ করো। রচনার লালন-পালনও অবশ্যই করতে হবে। নাহলে তো হঠযোগ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় পবিত্র তো অনেকেই থাকে। বাল ব্রহ্মচারী তো ভীষ্ম পিতামহের উদাহরণ হয়ে গেল। আচ্ছা, বাল-ব্রহ্মচারী তারা, যেখানে স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই একত্রে থেকেও পবিত্র থাকে। গন্ধর্ব বিবাহের চর্চা তো শাস্ত্রেও রয়েছে, কিন্তু কেউ জানে না। এ তো বাবাই বুঝিয়ে থাকেন। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এখন কাম-চিতার বদলে দুজনেই জ্ঞান-চিতার সাথে হস্তবন্ধন করো। কিরকম ভালো কাজ তোমরা ব্রাহ্মণেরা করে থাকো। প্রতিজ্ঞা করতে হবে পবিত্র থাকার। একে-অপরকে সাবধান করে তোমরা দুজনেই স্বর্গে চলে যাবে। এখানে তোমরা একত্রে পবিত্র থেকে দেখিয়ে থাকো, সেইজন্য তোমরা অতি উচ্চ পদ নিতে পারো। (তোমাদের) উদাহরণ দেওয়া হবে, তাই না ! জ্ঞান চিতার উপর বসে স্বর্গে গিয়ে উচ্চ পদ পায়। এখানে অনেক সাহসের দরকার, যদি পাকা হয়ে চলতে থাকো তাহলে পদও অনেক উচ্চ হয়। তারপর সার্ভিসের উপরেও নির্ভর করছে। যারা অনেক সার্ভিস করবে, প্রজা তৈরী করবে তারা পদও ভালো পাবে। বাবা-মাম্মার থেকেও উঁচুতে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেমন বাবা বলেন ওই দুই খ্রিস্টান যদি পরস্পর মিলে যায় তাহলে বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। এমন জোড়া কোনো বেরিয়ে আসুক যারা মা-বাবার থেকে উঁচুতে যাবে, সেরকম নেই। জগদম্বা, জগৎ-পিতা হলেন প্রখ্যাত। এঁনাদের মতন সার্ভিস করতে পারবে না। এঁনারা নিমিত্ত হয়ে রয়েছেন সেইজন্য কখনো হার্টফেল করা উচিত নয়। আচ্ছা, মাম্মা-বাবার মতন না হলেও দ্বিতীয় স্থানাধীকারী তো হতে পারো। সার্ভিসের উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। প্রজা আর উত্তরাধিকারী তৈরি করতে হবে। তাহলে আমাদের এই কথা হলো নতুন। নতুন দুনিয়া রচনা করার জন্য অবশ্যই বাবাকে আসতে হবে। তিনিই হলেন রচয়িতা। তারা তো বলে দেয় -- পরমাত্মা নাম-রূপের বাইরে। কিন্তু এমন হয় না। তাদেরও কোনো দোষ নেই। ভাগ্যে থাকলে তখন বুঝবে। অনেকেই আসে যারা বোঝেও যে কথা তো অবশ্যই সঠিক। কেউ বলে আত্মার নাম রূপ নেই, তাহলে আত্মা নামটা কার ? আত্মা নাম তো রয়েছে, তাই না ! তোমরা সকলকে বলো এ হলো রাজযোগ। পরমপিতা পরমাত্মা সঙ্গমে আসেন, রাজযোগ অবশ্যই সঙ্গমযুগেই শেখাবেন তবেই তো পতিতকে পবিত্র বানাবেন। এখানকার কথাই হলো আলাদা। বাবা বলেন কেবল নিজেকে আত্মা মনে করো। বাবার কাছে যেতে হবে। এতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কোনো কথাই নেই। বলাও হয়ে থাকে যে আমার আত্মাকে দুঃখ দিও না। এ হলো পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা। আত্মার উদ্দেশ্যে কেউ বলতে পারে না যে তার কোনো রূপ হয় না। বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণের সামনে বসেছিলেন তখন ওনার সাক্ষাৎকার হয়েছিল, দেখেন যে লাইট আসে যা আমার মধ্যে প্রবেশ করে। এরকম কিছু কথা বলেন। তোমরা বলো আমাদের হলো রাজযোগ। এরমধ্যে দেহ-সহ দেহের সমস্ত মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদিদেরকে ভুলে যেতে হয়, আমরা আত্মারা হলাম ওঁনার সন্তান, পরস্পরের মধ্যে ভাতৃত্বভাব রয়েছে। যদি সকলেই ফাদার হয়ে যায় তাহলে তো আবার ফাদারই ফাদারকে প্রার্থনা করে। এখন আমরা রাজযোগ শিখছি। এ হলো রাজার-রাজা হওয়ার যোগ। এখন তো রাজত্ব নেই। সেইজন্য বুঝতে হবে আমরা শান্তিতে থেকে কেবল শিববাবাকে স্মরণ করে থাকি। নিজেকে শরীর থেকে পৃথক মনে করে। আত্মা বলে -- আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য নিয়ে থাকি। তাহলে নলেজের সংস্কার আত্মায় থাকে, তাই না ! ভালো অথবা খারাপ সংস্কার আত্মায় থাকে। আত্মা অলিপ্ত(দাগহীন) নয়, এ'টা বুঝতে হবে। আত্মা পুনর্জন্মে আসে। প্রতিমুহূর্তে অরগ্যান্স(শরীর) ধারণ করতে হয়। আত্মা হলো স্টার, ভ্রুকুটির মধ্যভাগে থাকে। আত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছে, সেইজন্য তারা মনে করে এঁনার মধ্যে এত শক্তি আছে যে আত্মারূপী আমায় সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। এখন আত্মা তো ভ্রুকুটির মধ্যভাগে থাকে। সাক্ষাৎকার করেছে, কি করেনি, তফাৎ কি থাকে ? আত্মা স্বয়ং বলে -- আমি হলাম স্টার। আমার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট রয়েছে। যদি ৮৪ লাখ জন্ম হয় তবে এত সংস্কার হয়ে যায় যে কি হয়ে যাবে জানা নেই। ৮৪ জন্ম মানা যায়। ৮৪ জন্ম মানতে পারা যায়। ৮৪ লাখ মানতে পারা যায় না। এখন আমরা পবিত্র হতে চলেছি। বাবা আমাদের নর থেকে নারায়ণ বানানোর জন্য পবিত্র করেছেন, এরকম অতি সুন্দর নেশা থাকা উচিত। তোমাদের কারোর সঙ্গে ডিবেট (তর্ক-বিতর্ক) করার প্রয়োজন নেই।

দেহ-সহ দেহের সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা, অশরীরী মনে করতে হবে। অবশ্যই আমরা শাস্ত্রাদি পড়েছি কিন্তু আলোচনা(ডিসকাস) করবো কেন? যখন বাবা বলেছেন মামেকম্ স্মরণ করো আর দ্বিতীয় আদেশ হলো গৃহস্থী জীবনে থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র হয়ে থাকো। যোগ অগ্নির দ্বারাই পাপ নাশ হবে। ভগবানুবাচ হলো, ভগবানও হলেন পরম আত্মা। তাকেও স্টার বলা হবে। অনেক পয়েন্ট রয়েছে, একই সময়ে বের হতে পারে না। ব্যক্তিত্ব দেখে যুক্তিযুক্ত পন্থা

অবলম্বন করতে হবে। বলো, আমরাও শাস্ত্র পড়ি কিন্তু বাবার আদেশ হলো যে সবকিছু ভুলে মামেকম্ স্মরণ করো। তিনি হলেন নিরাকার। আত্মাকে তো সকলেই মানবে। বিবেকানন্দের অনুসারীরাও মানবে। আত্মা তো সকলের মধ্যেই রয়েছে। অবশ্যই তাদের বাবাও থাকবেন, তাই না ! যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। এসব হলো পয়েন্টস্, তাই না ! এ'গুলি স্মরণ করলে সদাই পয়েন্টস্ প্রাপ্ত হতে থাকবে, স্টিমার ভরপুর হতে থাকবে। এও যেন অবিনাশী জ্ঞানরত্নের সামগ্রী ভরে। পয়েন্টস্ নোট করে রিভাইস করো। এ হলো রত্ন, এ'গুলিকে ধারণ করার আর লেখার শখ থাকা চাই। ভালোভাবে সকলকে বোঝাতে হবে, আত্মা তো সকলের মধ্যেই রয়েছে তার নাম রূপ নেই। এভাবে তো বলতে পারবেনা আত্মার রূপ আছে তাহলে পরমাত্মার কেন নেই। ওঁনাকে বলাই হয়ে থাকে পরম পিতা পরমাত্মা, পরমধামের বাসিন্দা। কত বাচ্চাদের বোঝানো হয়ে থাকে। তাহলে এখন সার্ভিস করে দেখাও। বাবা তো সার্ভিস এর জন্য পুরস্কার দিয়ে থাকেন। জ্ঞান রত্নের দ্বারা কত শৃঙ্গার করান। আমরা এখানকার পদমপতি হতে চাই না, আমাদের তো চাই বিশ্বের বাদশাহী। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের জন্য মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যে জ্ঞানরত্ন প্রাপ্ত হয় তার উপরে বিচার সাগর মন্থন করে নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। জ্ঞান রত্নের দ্বারা সদা ভরপুর থাকতে হবে।

২) নিজের নারায়ণী নেশায় থাকতে হবে, বাহ্যিক কথাবার্তা কারোর সাথে করা উচিত নয়। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ- দোয়া আর ওষুধের দ্বারা তন-মনের অসুখ থেকে মুক্ত থাকা সদা সন্তুষ্ট আত্মা ভব

কখনো শরীরের যদি অসুখও হয় তাহলে শরীরের অসুখে মন যেন ডিস্টার্ব না হয়। সদা খুশিতে নাচতে থাকো তবেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। মনের খুশির দ্বারা শরীরকে চালনা করো তাহলেই দুটি এক্সারসাইজই হয়ে যাবে। খুশি হলো দোয়া আর এক্সারসাইজ হলো ওষুধ। তাই দোয়া আর ওষুধ দুইয়ের দ্বারা তন-মনের অসুখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। খুশির জন্য কষ্টও ভুলে যাবে। সর্বদা শরীরে-মনে সন্তুষ্ট থাকতে হবে সেইজন্য অধিক দুশ্চিন্তা নয়। অধিক চিন্তায় টাইম ওয়েস্ট হয় আর খুশিও গায়েব হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- বিস্তারের মধ্যেও সার-কে দেখার অভ্যাস করো তাহলে স্থিতি সর্বদা একরস থাকবে।

মাতেশ্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য -

"পরমাত্মার সদ্গতি করার গতি-মতি পরমাত্মাই জানেন"

তোমার গতি-মতি তুমিই জানো.... এখন এই মহিমা কার স্মরণিক হিসেবে গাওয়া হয় ? কারণ পরমাত্মার সদগতি করার যে মত রয়েছে তা তো পরমাত্মাই জানেন। মানুষ জানতে পারে না, মানুষের কেবল এই ইচ্ছা থাকে যে আমার সদাকালের জন্য সুখ চাই, কিন্তু সেই সুখ কিভাবে পাওয়া যাবে ? যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের ৫ বিকারকে ভস্মীভূত করে কর্মকে অকর্মে পরিণত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সুখ প্রাপ্ত করতে পারেনা, কারণ কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি হলো অত্যন্ত গভীর যা পরমাত্মা ব্যতীত আর কোনো মনুষ্য আত্মা সেই গতিকে জানতে পারেনা। এখন যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমাত্মা সেই গতি (কথা) না শুনিয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারে না, সেই জন্য মানুষ বলে তোমার গতি-মতি তুমিই জানো। এদের সদগতি করার মত সেই পরমাত্মার কাছে রয়েছে। কিভাবে কর্মকে অকর্মে পরিণত করতে হয়, এই শিক্ষা দেওয়া পরমাত্মার কাজ। এছাড়া মানুষের তো এই জ্ঞান নেই, যে কারণে তারা উল্টোপাল্টা কাজ করতে থাকে, এখন মানুষের প্রথম কর্তব্য হলো নিজের কর্মকে শুধরে নেওয়া, তবেই মনুষ্য জীবনের সম্পূর্ণ লাভ উঠাতে পারবে। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;